ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভ

ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভ

শাসকরা স্বয়ং কর-সংগ্রহ করা, দমনপীড়নমূলক আইন ও বিধিনিয়ম জারি, সময়মতো ট্রেন ছাড়ার ব্যবস্থা করা, জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, যান-চলাচল পরিচালনা, বন্দর-ব্যবস্থাপনা, টাকা ছাপানো, রাস্তা-সংস্কার করা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, ডাকটিকিট প্রকাশ করা বা এমনকী গরুর দুধ দোয়াতেও পারে না। বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণই এই পরিষেবাগুলি শাসককে দেয়। জনগণ যদি এই দক্ষতা ও পরিষেবাগুলি দেওয়া বন্ধ করে দেয়, শাসক তা হলে শাসন চালাতে পারে না। এটিই যে সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতার চেহারা তা আমরা এক বার বুঝতে পারলে, এই ক্ষমতার ব্যবহার কী-ভাবে হয় তাও আমরা অবশ্যই বুঝতে পারব। জনগণই হল সমাজে ক্ষমতার মূল ধারক। তবে জনগণ যখন পুলিশ, সরকারি কার্যনির্বাহী, শ্রমিক গোষ্ঠী বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মতো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে মিলিত ভাবে কাজ করে, তখনই তারা সেই ক্ষমতার ব্যবহারে অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলির কোনো-কোনোটা আপনার বিরোধী পক্ষকে সাহায্য-সমর্থন করতে পারে, আবার অন্যগুলি আপনার আন্দোলনকেও সাহায্য-সমর্থন করতে পারে।

এই সাহায্য-সমর্থনকারী সংগঠনগুলিকে আমরা বলি ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভ, কারণ এগুলিই সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোকে ধরে রাখে। এটা হতে পারে যে একটি অহিংস সংগ্রামের শুরুতে এই সংগঠনগুলির অনেকেই আপনার বিরোধীকে সাহায্য-সমর্থন দেয়। যদি এই সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার বিরোধীর উপর থেকে তাদের সাহায্য-সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া শুরু করে (কেউ কেউ এমনকী সক্রিয় ভাবে আপনার আন্দোলনকে সাহায্য-সমর্থন করাও শুরু করতে পারে), তা হলে আপনার বিরোধী আর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হবে না।

পরামর্শ

জনগণ সাহায্য-সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে, শাসক তার শাসন চালাতে পারে না!

পড়ুয়াদের কাজের অভিলক্ষ্য ১: | **ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভগুলি ব্যাখ্যা করুন**

আমাদের উদ্দেশ্যের খাতিরে ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভগুলিকে আমরা এ-ভাবে ব্যাখ্যা করি:

"ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভগুলি হল সমাজের এমন সব প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ, যেগুলি কায়েমি শাসনতন্ত্রকে তার ক্ষমতা-সামর্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসারের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উৎসগুলি জোগান দেয়।"

'ওয়েজিং ননভায়োলেন্ট স্ট্রাগল' বইয়ে ড. জিন শার্প

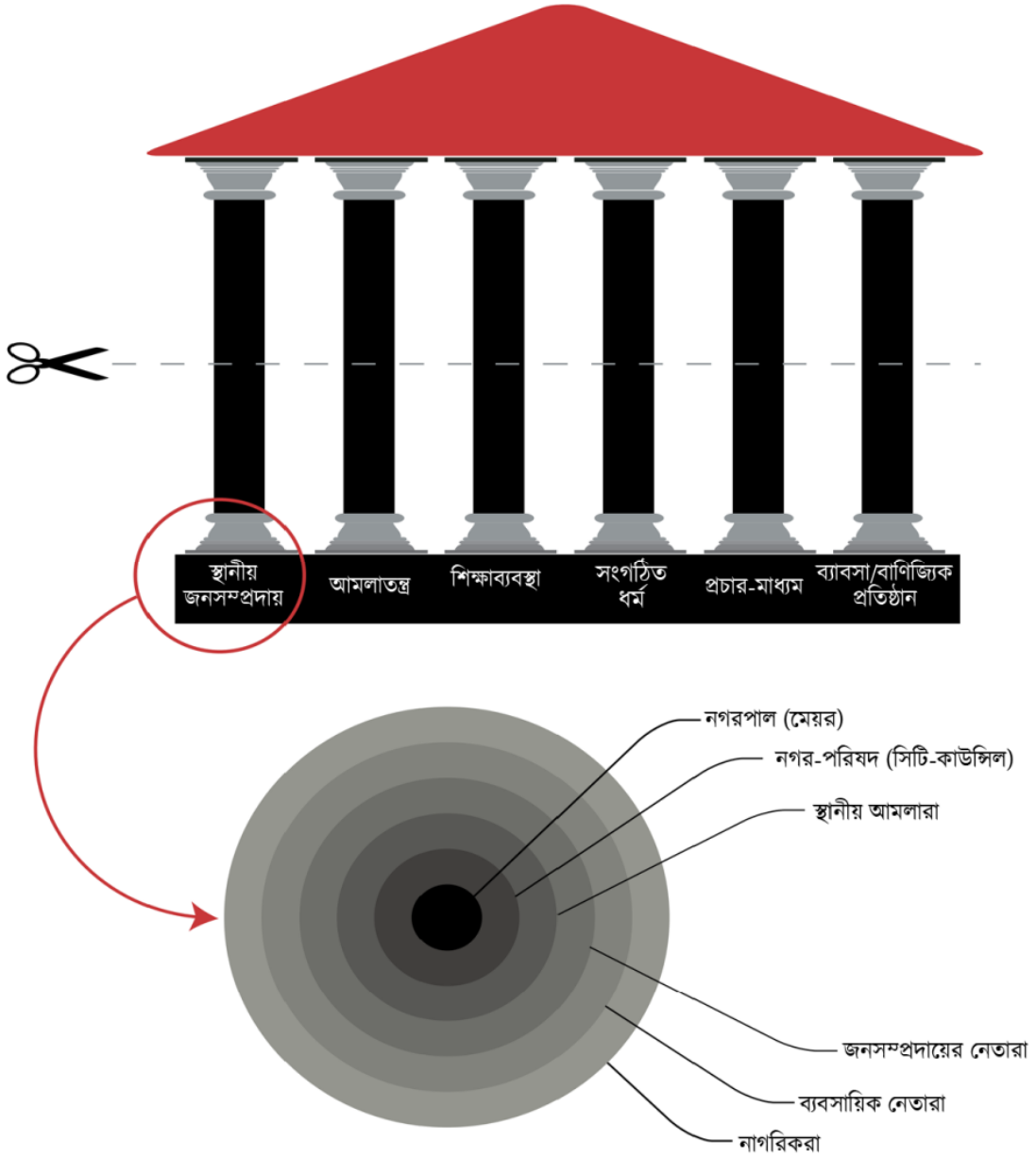

প্রতিটি সমাজের ভিতরেই ক্ষমতার বিভিন্ন ধারক-স্তম্ভগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। এদের মধ্যে আছে: পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ ও নির্বাচনী আয়োগ-এর মতো শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি, প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রচার-মাধ্যম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংগঠন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভগুলি এবং সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝুন।

লক্ষ করুন, আমরা "অর্থনীতি" বা "ধর্ম"-র মতো সামাজিক কাজকর্মগুলিকে ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভ হিসেবে তালিকায় রাখিনি। ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভগুলি হল এমন সব প্রতিষ্ঠান, যেগুলি সামাজিক কাজকর্ম তৈরি করে এবং চালিয়ে যায়। আপনি যদি সমাজকে প্রভাবিত করতে চান, তা হলে আপনি সেই সব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলিকে (ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভ) চিহ্নিত করুন এবং সেগুলিকে ঘিরে আপনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, যেগুলি সমাজের কায়েমি ক্ষমতা-কাঠামো এবং সামাজিক কাজকর্মগুলিকে সাহায্য-সমর্থন জোগায়।

পড়ুয়াদের কাজের অভিলক্ষ্য ২:

ক্ষমতার বিভিন্ন ধারক-স্তম্ভগুলির মধ্যে ঠেলে দেওয়ার বদলে সেগুলি থেকে টেনে বার করার গুরুত্ব বুঝুন।

একটি অহিংস আন্দোলনের পক্ষে নির্ণায়ক বিষয় হল, ক্ষমতার বিভিন্ন ধারক-স্তম্ভগুলির ভিতরে-থাকা জনগণের আচরণকে প্রভাবিত করার পথগুলি খুঁজে বের করা। এটা করা যেতে পারে:

- আপনার বিরোধী(দে)র প্রতি তাদের বিশ্বস্ততায় ক্ষয় ধরিয়ে
- নিজেদের দক্ষতা ও জ্ঞান, বস্তুগত সম্পদ-সংস্থান ও সময় আপনার বিরোধী(দে)র দিতে অস্বীকার করার জন্য তাদের রাজি করিয়ে

পরামর্শ

আপনার অহিংস কার্যকলাপের নিশানাকে কার্যকর ভাবে স্থির করুন: "ঠেলে দেওয়া"র বদলে প্রত্যেকটি আলাদা ধারক-স্তম্ভ থেকে "টেনে বার করা"।

কোনো অহিংস আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট ধারক-স্তম্ভকে প্রভাবিত করতে সফল হলে, সেই ধারক-স্তম্ভের সদস্যরা আপনার বিরোধী এবং তার সাহায্য-সমর্থনকারীদের উপর থেকে নিজেদের সাহায্য-সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পথ খুঁজে পাবে; সেটা প্রকাশ্যে বা সূক্ষ্ম ভাবে আদেশ অমান্য করার মাধ্যমে হতে পারে, আদেশ পুরোপুরি উপেক্ষা করার মাধ্যমে হতে পারে, বা ধীরগতিতে, অপটু এবং/অথবা অসম্পূর্ণ ভাবে আদেশ পালন করে হতে পারে। কোনো কোনো ধারক-স্তম্ভের সদস্যরা প্রকাশ্যে বা কৌশলে আপনার আন্দোলনকে সাহায্য-সমর্থন দেওয়াও শুরু করতে পারে। বিভিন্ন ধারক-স্তম্ভের আচরণকে প্রভাবিত করার জন্যে, আপনার আন্দোলনের দিকে সেই ধারক-স্তম্ভের সদস্যদের টেনে আনা বনাম আপনার আন্দোলন থেকে তাদের দূরে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্যটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন উদাহরণ হিসেবে, আগের রেখাচিত্রের দিকে তাকানো যাক। যদি আপনি সেনাবাহিনীর সৈনিকদের বিশ্বস্ততায় ক্ষয় ধরাতে চান, তা হলে দেখবেন, অতীতের সফল আন্দোলনগুলি সাধারণত সেটা করেছে রাস্তায় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে। তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে তারাও বাবা, ছেলে, স্বামী ও নাগরিক। তাদের দেশপ্রেমের অনুভূতিতে নাড়া দিয়েছে। তাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে বর্তমান সরকারের বদলে বিরোধী পক্ষের পরিচালিত একটা সমাজই তাদের এবং তাদের পরিবারের পক্ষে আরও ভালো হবে। এই ধরনের আচরণ ধারক-স্তম্ভের কেন্দ্র থেকে সৈনিকের বিশ্বস্ততাকে সরিয়ে বিরোধী পক্ষের দিকে নিয়ে আসে। বিপরীত দিকে, যে-সব আন্দোলন রাস্তায় সৈনিকদের হুমকি দিয়েছে, এবং তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়েছে বা অন্য কোনো হিংসাত্মক কাজকর্ম ঘটিয়েছে, সেগুলি তাদেরকে আরও বেশি ধারক-স্তম্ভের কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ-জন্যেই কোনো কোনো নিপীড়ক সরকার কখনো কখনো হিংসাত্মক কাজ করার জন্য বিরোধী পক্ষকে প্ররোচিত করে। কারণ তারা জানে, এগুলি তাদের আরও কাছে সৈনিকদের ঠেলে সরিয়ে আনবে এবং সৈনিকরা আদেশ মানতে অনেকটাই বেশি প্রস্তুত থাকবে।

পড়ুয়াদের কাজের অভিলক্ষ্য ৩: ক্ষমতা কী-ভাবে প্রতিটি ধারক-স্তম্ভের মাধ্যমে ব্যবহার হয় তা ব্যাখ্যা করুন ও আপনার সমাজে প্রতিটি ধারক-স্তম্ভের গুরুত্বের তলকে পরিমাপ করুন।

এই বিভাগে আমরা বেশ কয়েকটি ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভের সচরাচর দেখতে-পাওয়া সাধারণ গুণাবলি পর্যালোচনা করব।